সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস প্রেস বিজ্ঞপ্তি

এসেছেন যখন শ্বেতপত্র দিয়ে যান!

প্রধানমন্ত্রীর কোচবিহার সফরের একদিন আগে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা আবাস যোজনার তহবিল বণ্টন নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি তুলেছিলেন, ৫০০ ঘণ্টা আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, সেই প্রসঙ্গ মনে পড়ে গেল!

"একদিকে বাংলা বিরোধী জমিদাররা মানুষের টাকা আটকে রাখছে, অন্যদিকে দিদি আমাদের নারীশক্তিকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে তাদের ক্ষমতায়ন করছেন। গতকাল থেকে আমাদের ফোন বেজেই চলেছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আওতায় বর্ধিত আর্থিক সাহায্য পেয়ে মহিলারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের আনন্দের কথা জানাচ্ছেন'

কলকাতা, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার - ০৩.০৪.২০২৪

কোচবিহারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্ধারিত সফরের একদিন আগে, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস একটি দাবি জানিয়েছিল, একুশের বিধানসভা নির্বাচনে লজ্জাজনক হারের পর বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার আবাস যোজনার আওতায় বাংলার জন্য বরাদ্দ কত টাকা বাংলাকে দিয়েছে, তারই শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি তোলা হয়েছিল। গত ১৪ মার্চ তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ে খোলা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। কারণ, তার ঠিক আগেই এ নিয়ে চরম মিথ্যাচার করেছিলেন বিজেপি নেতারা। সেই ঘটনার পর ৫০০ ঘণ্টা কেটে গেলেও বিজেপির মুখে কুলুপ।

বুধবার বীরভূমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, "যেহেতু তিনি এখানে আসছেন, আমি আশা করব, ১৪ মার্চ আমি যে বিষয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি তুলেছিলাম, তিনি সেই দাবি পূরণ করবেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ভরাডুবির পর কেন্দ্রীয় সরকার আবাস যোজনা ও ১০০ দিনের কাজের আওতায় বাংলাকে কত টাকা দিয়েছে, সেই হিসাব প্রকাশ্যে আনবেন তিনি।"

বিজেপির উদাসীনতার জন্যই ঝড়ের কবলে পড়া জলপাইগুড়ির মানুষকে এত দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে বলে দাবি করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "ওই মানুষগুলি যদি পাকা বাড়িতে থাকতেন, তাহলে জলপাইগুড়ির বাসিন্দাদের

ঝড়ের কবলে পড়ে এত দুর্ভোগ পোহাতে হত না। কিন্তু, বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার আবাস যোজনার টাকা আটতে দিয়েছে। সেই কারণেই এত বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি বাংলার জন্য বরাদ্দ টাকা আগেই ছেড়ে দিত, তাহলে ময়নাগুড়ির বাসিন্দা, ২ বছরের একটি শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হত না। এর জন্য সম্পূর্ণভাবে বিজেপিই দায়ী!''

আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং কলকাতায় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনেও দলের নেতারা একই অভিযোগ তুলেছেন। কোচবিহারে দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, ''বহু মানুষ তাঁদের ঘর হারিয়েছেন। শিশুরা মারাত্মক জখম হয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার যদি আগেই টাকা দিয়ে দিত, তাহলে এই পরিবারগুলির পাকা বাড়ি থাকত এবং এই শিশুগুলিকে এভাবে আঘাত পেতে হত না। স্রেফ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই বাংলা-বিরোধী বিজেপি বাংলার মানুষকে চরম দুর্ভোগের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে।''

আলিপুরদুয়ারের জেলা সভাপতি গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা বলেন, ''মানুষের প্রয়োজনে বিজেপিকে পাশে পাওয়া যায় না। প্রধানমন্ত্রী-সহ বিজেপির সব নেতারাই দাবি করছেন, কেন্দ্রীয় সরকার নাকি আবাস যোজনার টাকা দিয়ে দিয়েছে। তাই যদি সত্যি হবে, তাহলে তাঁরা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছেন না কেন? কেন এই বিষয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করছেন না? কারণ, বিজেপি এমন কোনও নথি পেশ করতে পারবে না।''

রবিবার উত্তরবঙ্গে বিধ্বংসী ঝড় আছড়ে পড়তেই তৃণমূল কংগ্রেস ময়দানে নেমে পড়ে। একদিকে, জলপাইগুড়ি সংলগ্ন এলাকার দলীয় নেতানেত্রীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, অন্যদিকে ঝড়ের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অকুস্থলে পৌঁছে যান। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বোময় নেত্রী ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক যখন সম্পূর্ণ সমবেদনার সঙ্গে দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, ঠিক সেই সময়েই বিজেপি নেতারা ব্যস্ত থেকেছেন তাঁদের রাজনৈতিক প্রচারে। তাঁরা মানুষের আর্তনাদ গ্রাহ্য পর্যন্ত করেননি।

বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে ফারাক স্পষ্ট করে দলীয় নেতারা বলছেন, বিজেপি যখন বাংলার হকের টাকা আটকে রাখছে, ঠিক তখনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার আর্থিক সহযোগিতা করে মানুষকে মূল্যবৃদ্ধির মোকাবিলা করতে সাহায্য করছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আওতায় সারা রাজ্যে মহিলাদের মাসিক আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। তাতে উপভোক্তারা উচ্ছ্বসিত। কীভাবে এই ধরনের একটি জনকল্যাণমুখী প্রকল্প রাজ্যব্যাপী নারীদের সাহায্য করেছে, তা দলের জাতীয় মুখপাত্র ডা. শশী পাঁজা এবং দলের মহিলা শাখার সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য তুলে ধরেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, এমন উদ্যোগ আগে কখনও নেওয়া হয়নি।

''একদিকে, বাংলা-বিরোধী বিজেপির জমিদাররা মানুষের টাকা আটকাচ্ছে, অন্যদিকে দিদি আমাদের মহিলাদের টাকা

দিচ্ছেন এবং তাদের ক্ষমতায়নের পাশাপাশি তাদের পরিবারগুলোর উপকার করছেন। গতকাল থেকে আমাদের ফোন আসা এখনও বন্ধ হয়নি। বর্ধিত লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সহায়তা পেয়ে মেয়েরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। তাঁরা আমাদের বর্ধিত লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য দিদিকে ধন্যবাদ জানাতে বলেছে, কারণ এটি তাঁদের আকাশচুম্বী মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলা করতে সহায়তা করবে। এমনকি প্রচার চলাকালীন, ডাল, তেল এবং শাকসবজির ক্রমবর্ধমান দামের মধ্যেও, মহিলারা তাঁদের পরিবারের মুখে দু'মুঠো ভাত তুলে দেওয়ার জন্য প্রতিদিন লড়াই করেছেন," ভট্টাচার্য বলেছেন।

ডা. পাঁজা যোগ করেছেন: "এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য বাজেটের সময় ঘোষণা করেছিলেন যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পরিমাণ ৫০০ টাকা থেকে ১,০০০ টাকা এবং তপশিলি জাতি/উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য ১,০০০ থেকে ১,২০০ টাকা করা হবে। এটি হয়েছে, কারণ আমরা আমাদের মন কি বাত সম্পর্কে কথা বলিনি এবং পরিবর্তে জন কি বাত শুনেছি। তৃণমূলে নব জোয়ারের সময়, আমাদের রাজ্যের মহিলারা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাদের উদ্বেগের কথা ভাগ করে নিয়েছেন, তাঁকে অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন তাঁদের বার্তা দিদির কাছে পৌঁছে দেন। তিনি তাঁদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে তিনি তা করবেন। ৬-৭ মাসের মধ্যে, একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং আজ সেই মহিলারাই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধা পাচ্ছেন।"

--